অনুচ্ছেদ ১১: আয়ের উৎস ও ব্যায়ের খাতসমূহ

১) নিম্নোক্ত উৎসসমূহ হতে অ্যাসোসিয়েশন আয় করতে পারবে—

ক) সদস্য ফি

খ) সদস্যদের অনুদান

গ) সদস্যদের চাঁদা

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয়

ঙ) সকল প্রকার অনুদান (ব্যক্তিগত অনুদান, সরকারি অনুদান, দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত অনুদান ইত্যাদি।

চ) বিভিন্ন প্রকাশনায় বিজ্ঞাপন বাবদ আয়

ছ) অন্যান্য বৈধ আয়

২) আয়কৃত অর্থের ব্যয়ের খাতসমূহ

অ্যাসোসিয়েশনের আয়কৃত অর্থ নিম্নোক্ত খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে—

ক) অফিস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়

খ) প্রচার, প্রচারণা, প্রকাশনা ও মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যয়

গ) সভা, সমাবেশ ও অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যয়

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যয়

তবে শর্ত থাকে যে, কার্যনির্বাহী কমিটির সভার লিখিত সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোনো ধরনের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১২: সদস্য ও চাঁদা

ক) অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত তিন ধরনের সদস্য থাকবে এবং আগ্রহী ব্যক্তিগণ অ্যাসোসিয়েশন এর নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে বা অনলাইনে তথ্য সাবমিট করে নির্ধারিত ফি/বার্ষিক চাঁদা প্রদান পূর্বক অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য হতে পারবেন।বার্ষিক প্রথম চাঁদা এন্ট্রি ফি হিসেবে বিবেচিত হবে যা সদস্য ফি প্রাপ্তির আর্থিক যোগ্যতা।

১) সাধারণ সদস্য: যারা জাহাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী/জেএসসি অথবা এসএসসি/মেট্রিক পাশ করেছেন এবং অত্র বিদ্যালয়ে

বর্তমানে পড়াশুনা করেন না।বার্ষিক চাঁদার পরিমান ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা। কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে ও সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যগণ ভোট দিতে পারবেন।

২) আজীবন সদস্য: জাহাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী যারা সাধারণ সদস্যের সকল যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং বিধি মোতাবেক আজীবন সদস্যদের জন্য নির্ধারিত এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা চাঁদা প্রদান করবেন। আজীবন সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে ও সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন।

৩) **সহযোগী সদস্য:** যারা জাহাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে কোনো শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন এবং তাদের নাম হাজিরা খাতায় অনর্ভুক্ত ছিল এমন প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণ সহযোগী সদস্য হতে পারবেন। সহযোগী সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে ও সাধারণ সভায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। সহযোগী সদস্যগণের বাৎসরিক চাঁদা ৩০০/- (তিনশত) টাকা।

খ) তিন ধরনের সদস্যগণই গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত থাকবেন ও মেনে চলবেন। বার্ষিক চাঁদা সংশ্লিষ্ট বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং কোনো সদস্যের (সাধারণ এবং সহযোগী) মোট দুই বছরের অধিক বার্ষিক চাঁদা বকেয়া থাকলে সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

গ) সদস্য পদের জন্য দেয় ফি, বিভিন্ন দেয় চাঁদা কিংবা কোনো অনুদান কোনো অবস্থাতেই ফেরত দেয়া হবে না ।

ঘ) সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যগণ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সহযোগী সদস্যগণ প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলকভাবে সদস্যপদ প্রাপ্তির আবেদনের ফরমের সাথে দাখিল করবেন।এই আবেদন কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলেই আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।শর্ত থাকে যে

কার্যনির্বাহী কমিটি যেকোনো আবেদন গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

ঙ) বছরের যেকোনো সময়ই সদস্যপদ প্রাপ্তির আবেদন করা যাবে, তবে নির্বাচনের তফশীল ঘোষণার দিন থেকে নির্বচনের ফলাফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত আবেদন করা যাবে না কিংবা সদস্যপদের আবেদন করলেও তা কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ১৩: সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১) গঠনতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা, আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

২) অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাবলি ও কার্যনির্বাহী পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলতে হবে।

৩) কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত বা মনোনীত হলে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মানসিকতা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে।

৪) অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ঘোষিত যে কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচিতে সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদান এবং উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

৫) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা বা বিশেষ চাঁদা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করতে হবে। বার্ষিক চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৬) বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্যকে (সাধারণ ও আজীবন) উপস্থিত থাকা, আলোচনায় অংশগ্রহণ করা করা আবশ্যক। প্রয়োজনে মতামত প্রদান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ১৪: সদস্যদের অধিকার

১) সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণ সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে অ্যাসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বার্ষিক কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট জবাবদিহিতা দাবি করতে পারবেন।

২) সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩) সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো পদের জন্য (শর্তসাপেক্ষে ও নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী) নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার রাখবেন।

৪) প্রয়োজনবোধে সকল সদস্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবেন, যা সংগঠনের উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৫) গঠনতন্ত্রের কার্যাবলিতে উল্লিখিত যে কোনো প্রকার সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা সদস্যগণ প্রাপ্ত হবেন।

৬) সকল সদস্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।সকল ধরণের সক্রিয় সদস্যগণ সদস্য সনদপত্র প্রাপ্য হবেন।

অনুচ্ছেদ ১৫: সদস্য পদ বাতিল

নিম্নলিখিত কারণে সদস্য পদ বাতিল হবে, যদি কোনো সদস্য-

১) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। সদস্যপদ ত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র সাধারণ সম্পাদকের (যথাযথ মাধ্যম যেমন-ইমেইল, চিঠি ও WhatsApp Message) নিকট পাঠাতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। তবে সদস্যপদ বাতিল হবার পর আত্মপক্ষ সমর্থন করে পুনরায় আবেদন করলে এবং তা কার্যনির্বাহী সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে বিবেচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে নির্ধারিত পুনরায় সদস্যভুক্তি ফি প্রদান করতে হবে।

২) সাধারণ এবং সহযোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে মোট দুই বছরের অধিক বার্ষিক চাঁদা বকেয়া থাকলে সদস্য পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

৩) কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে।

৪) আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলায় চূরান্ত রায়ে সাজাপ্রাপ্ত হলে।

৫) কোনো সদস্য সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্বার্থ বিরোধী কাজ করলে, গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করলে ও অসামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে নৈতিকতা স্খলন করলে, নির্বাহী কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিতে সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬) কোনো সদস্যের আচরণ কার্যনির্বাহী কমিটির মতে সদস্য পদ বাতিলের যোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাকে তারই ইমেইল অথবা মেইলিং ঠিকানায় সাত দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠাতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৬: বহিষ্কার

কোনো সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত বা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর এবং অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থহানিকর কোনো কাজ করলে এতদ্বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে ও তার প্রাথমিক তদন্তপূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির দুই তৃতীয়াংশ (2/3) অনুমোদন ক্রমে সাময়িকভাবে তার সদস্য পদ স্থগিত এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত সদস্য ভবিষ্যতে সদস্য হওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন না।

এক্ষেত্রে সাধারণ সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বহিষ্কার' কার্যকর হবে।